উচ্চশিক্ষায় নজরদারি জরুরি

ভারতের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করিবার বিষয়ে যুগান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্টদের নজরে পড়িবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করিলেও ভারতে যে শিক্ষার নামে বাণিজ্য ও প্রতারণা চলিতেছে, এই ঘটনা তাহার প্রমাণ। ভারতের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বা ইউজিসি ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের পথেও অগ্রসর হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বা ইউজিসি কাহারও নিয়মনীতি না মানিয়াই নাকি তাহারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে। প্রমাণ মিলিয়াছে মানসম্পন্ন শিক্ষা না দিবার অভিযোগেরও। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আর কী ব্যবস্থা লওয়া হইবে, উহা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়। তবে বাংলাদেশ হইতে যাহারা ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহারা যেন ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করিবার ঐ খবর পায়। ভারতে ক্রমে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেছে। কিছুটা স্বল্প ব্যয়ে নিকট প্রতিবেশী দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থাকিলে সংশ্লিষ্টরা উহা লইতে চাওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ে তাহাদের সতর্কতারও বিকল্প নাই। যেই কোন দেশে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেই উচিত যথেষ্ট খোঁজ লইয়া অগ্রসর হওয়া। ইন্টারনেটে এইরূপ খোঁজখবর লওয়া কঠিন নহে। সাম্প্রতিককালে উহাতে অনেকে অভ্যস্ত হইতেছে। অন্যভাবেও খোঁজ লওয়া প্রয়োজন; দরকার 'ক্রস চেক' করা। যেই সকল দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট দায়িত্বশীল, সেইগুলির উপর নির্ভর করা চলে। সেই সকল দেশেও জালিয়াতি হইয়া থাকে। ভারতের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় কালো তালিকাভুক্ত করিবার ঘটনায় সেইখানকার ইউজিসির কঠোরতার প্রমাণ মিলে। সেইগুলিতে কি বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় নাই? হইয়া থাকিলে তাহাদের কী হইবে? ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও উহা দুঃখজনক। এইখানেও যেই সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, তাহাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়িয়াছে বিপাকে। শিক্ষাজীবনের এই ক্ষতি অপূরণীয়। শিক্ষার্থীদের যেন এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে না হয়, সেই বিষয়ে বরাবরই সতর্ক থাকিতে হইবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে। বাংলাদেশের ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় তদারকিতে কতটা সক্রিয়, উহাতে সংশয় রহিয়াছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে অক্ষম, তখন দেশে এক ঝাঁক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘটনা ইতিবাচক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পাওয়া অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়াস পাইতেছে। আর্থিক সামর্থ্য বা শিক্ষার পরিবেশের কারণেও অনেকে বাছিয়া লইতেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশেও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। তদন্তপূর্বক তাহাদের ব্যাপারে রিপোর্টও দেওয়া হয়। ব্যবস্থা লওয়া হয় কয়েকটির বিরুদ্ধে; কয়েকটিকে সময় দেওয়া হয় শর্ত পূরণের জন্য। উচ্চশিক্ষার যথাযথ পরিবেশ ও শর্ত গড়িয়া না তুলিয়াই তাহারা অনুমোদন পাইয়াছিল কিনা প্রশ্ন উঠে। অনুমোদন গ্রহণের পরও শিক্ষার মানে অবনতি ঘটিতে পারে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য গড়িয়াই তোলা হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষার এক ধরনের বাণিজ্যিকীকরণ হইয়াই থাকে। বাংলাদেশেও ইহা ঘটিয়া চলিয়াছে। বহু বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উহারই প্রমাণ। দেখিতে হইবে, এইগুলি যেন আইন মানিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এবং নিছক ব্যবসাকেন্দ্র হইয়া না দাঁড়ায়। ভারতের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়াই উহা খবর হইয়াছে। বাংলাদেশের ইউজিসি খবর লইয়া দেখিতে পারে, ভারতের ইউজিসি কিভাবে সেই সমস্যা মোকাবেলা করিতেছে। অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উচ্চশিক্ষায় ভারতের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগিবার কথা। প্রসঙ্গত, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় অনিয়ম এবং উহার মান লইয়া ভারতেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান বলিয়াছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি না হইবার কারণে বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ লওয়া যাইতেছে না। আমরা আশা [illegible]